দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৫...

পে-স্কেল ইস্যুতে কঠোর অবস্থানে শিক্ষকরা

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ঘোষণা এবং প্রস্তাবিত অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণের দাবিতে ক্লাস বন্ধ রেখে তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে তারা বাধ্য হবেন।

গতকাল রবিবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশনের ডাকে সারাদেশে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হয়। একই সময়ে শিক্ষকরা সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন।

তাদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা সিনিয়র সচিবদের সমান করা, অধ্যাপকদের বেতন-ভাতা সচিবের সমতুল্য করা এবং সহযোগী, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের বেতন কাঠামো ক্রমানুসারে নির্ধারণ।

ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা।

স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলবে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। একই দাবিতে চলতি মাসের পরবর্তী প্রতি রবিবার (২৩ ও ৩১ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা ফেডারেশনভুক্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এ কর্মসূচি পালন করা হবে। তবে এ সময় পরীক্ষাসমূহ কর্মবিরতির আওতামুক্ত থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক নাজমা শাহীন, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. এ জেড এম সফিকুল আলম ভূঁইয়া প্রমুখ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, যদি আমাদের দাবি না মানা হয়, তা হলে কর্মসূচি আর তিন ঘণ্টা থাকবে না; লাগাতার ধর্মঘটে পরিণত হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খবির উদ্দিন। অবস্থান ধর্মঘটের সময় কয়েকজন শিক্ষক অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাফরুহী ছাত্তারসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তিন ঘণ্টা কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো. শাদাত উল্লা, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. হযরত আলী, ছাত্র পরামর্শ ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পে-স্কেল ইস্যুতে

২০ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সেকেন্দার আলী, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, তিন অনুষদের ডিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। যতদিন দাবি মানা না হবে ততদিন আন্দোলন চালিয়ে নিতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান উপাচার্য।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ভবনের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে সেখানে অবস্থান ধর্মঘট ও স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আর এম হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অবস্থান ধর্মঘটে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ড. পরিমল চন্দ্র বর্মণসহ অনেকে।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল কবির জয়, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা অবস্থান নেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. খন্দকার শরীফুল ইসলামের সঞ্চালনায় কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. এ এস মাহফুজুল বারী, অধ্যাপক ড. ইদ্রিস মিয়া, অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদক প্রমুখ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান সভাপতিত্ব করেন।